ফিশারিজ নিউজলেটার

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

www.fri.gov.bd বর্ষ ২০১৯-২০, সংখ্যা ২-৪, ১-৩; ২০২০

ISSN 1023-9448

বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা

চলতি ২০২০ সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সাল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। উভয় উৎসবই বাঙালির জীবনে নানাভাবে-নানান রঙের আবেগের মিশ্রণ। এটি শুধু অর্জনই নয়, এক গৌরবের ইতিহাস। জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সুগভীর তাৎপর্যের সঙ্গে যোগ হবে উন্নয়ন অগ্রযাত্রার এক নতুন মাইলফলক। জাতির পিতা সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর এই লালিত স্বপ্ন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশ আজ অনন্য উচ্চতা লাভ করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের বাংলাদেশে উন্নীত হওয়া এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাহস, সততা, নিষ্ঠা, নেতৃত্বের গুণ, সমতা ও মেধার অসাধারণ সমন্বয়ে এবং আন্দোলন সংগ্রামের দীর্ঘ কন্টকাকীর্ণ পথ

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী

জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-১ (সদর-নাজিরপুর-নেছারাবাদ) আসন থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ০৬

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপিত

'মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করি, সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ি' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২১-২৭ জুলাই জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ পালিত হয়েছে। দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে চাষী, উদ্যোক্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মৎস্য সপ্তাহ পালিত হয়।

মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উপলক্ষে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এ উপলক্ষে গত ২২ জুলাই ২০২০ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের মাধ্যমে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ০৬

বিএফআরআই এর একুশে পদক ২০২০ অর্জন

মৎস্য গবেষণায় গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) চলতি বছর একুশে পদক ২০২০ অর্জন করেছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মৎস্য গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নিকট থেকে একুশে পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

এরপর পৃষ্ঠা ০৪

সম্পাদকীয়

ফিশারিজ নিউজলেটার বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে নিউজলেটারের বর্তমান প্রকাশনাটি একটি বিশেষ সংখ্যা। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও নিউজলেটারে মৎস্য বিষয়ক নানাবিধ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিউজলেটারের বর্তমান সংখ্যায় বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, জাতীয় শোক দিবস পালন, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপন, বালাচাটা ও আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা, পরিদর্শন, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ফিশারিজ নিউজলেটার (বর্ষ ২০১৯-২০, সংখ্যা ২-৪, ১-৩: ২০২০) প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। নিউজলেটারের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের জন্য মৎস্য সম্পর্কিত লেখা বা সংবাদ প্রেরণের আহবান জানাচ্ছি।

ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বিএফআরআই এর মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা অর্জন

মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মৎস্য অর্থনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা ২০১৯ লাভ করেছে। এ উপলক্ষে গত ১৭ জুন ২০১৯ ঢাকাস্থ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পদক প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জনাব ফজলে কবির। প্রধান অতিথির নিকট থেকে সম্মাননা পত্র গ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। তাছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে ৩ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

মৎস্য গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মার্কেন্টাইল ব্যাংক সম্মাননা গ্রহণ করছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক

বিলুপ্তপ্রায় বালাচাটা ও আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা দেশে প্রথমবারের মতো মিঠাপানির বিপন্ন প্রজাতির বালাচাটা (*Somileptes gongota*) ও আঙ্গুস (*Labeo angra*) মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউটের নীলফামারী জেলার সৈয়দপুরস্থ স্বাদুপানি উপকেন্দ্র থেকে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। গবেষক দলে ছিলেন উপকেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. খোন্দকার রশীদুল হাসান ও ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শওকত আহমেদ। উল্লেখ্য, বালাচাটা বাংলাদেশে বিশেষ করে দেশের উত্তর জনপদে একটি জনপ্রিয় মাছ। মাছটি এলাকাভেদে বালাচাটা, পাহাড়ি গুতুম, গোঁর পুইয়া, বাঘা গুতুম, তেলকুপি ইত্যাদি নামে পরিচিত হলেও উত্তর জনপদের কাছে বালাচাটা নামে বেশি পরিচিত। মাছটি মিঠা পানির জলাশয়ে বিশেষ করে নদী-নালায় পাওয়া যায়। এছাড়াও মাছটি ধীরে প্রবহমান ঘোলা জলাশয়ের তলদেশে বসবাস করে এবং খাদ্য হিসেবে জুপ্লাঙ্কটন, কীটপতঙ্গের লার্ভি ইত্যাদি খেয়ে থাকে। মাছটি খুবই সুস্বাদু, মানবদেহের জন্য উপকারী উপাদানসমৃদ্ধ এবং এতে কাঁটা কম বিধায় তা খেতে সহজ। এক সময় এ মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। কিন্তু শস্যক্ষেতে কীটনাশকের যথেচ্ছা প্রয়োগ, অপরিকল্পিতভাবে বাঁধ নির্মাণ, জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, কলকারখানার বর্জ্য নিঃসরণ ইত্যাদি কারণে বাসস্থান ও প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতা প্রকৃতিতে ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। ফলশ্রুতিতে আইইউসিএন (IUCN) ২০১৫ সালে মাছটিকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা এবং চাষের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুর থেকে চলতি ২০১৯ সালে এ মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও রেণু পোনা উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, পরিপক্ক (০৯-১৪ গ্রাম) স্ত্রী বালাচাটা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা প্রতি গ্রাম দেহ ওজনে ৫২৭$\pm$৪৩ টি এবং প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত। তবে সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস। এ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে বালাচাটা (*Somileptes gongota*) মাছের পোনা প্রাপ্তি ও চাষ সহজতর হবে এবং একইসঙ্গে প্রজাতিটি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের নীলফামারীস্থ সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র থেকে আঙ্গুস (*Labeo angra*) মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ মাছটি নিয়ে অধিকতর গবেষণা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

বালাচাটা মাছ (*Somileptes gongota*)

আঙ্গুস মাছ (*Labeo angra*)

ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিক উদ্বোধনকালে চাষীদের সেবা প্রদান কৌশল বিষয়ে বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা প্রদান করছেন বিএফআরআই এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বিএফআরআই-এর ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান

মুজিব বর্ষ ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিভিন্ন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিক এর মাধ্যমে ১৭টি জেলার ৩৫টি উপজেলায় তৃণমূল পর্যায়ের মৎস্য চাষীদের দোরগোড়ায় কারিগরি সেবা প্রদান করা হয়েছে। জেলাসমূহ হচ্ছে টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, যশোর, বগুড়া, রাঙ্গামাটি, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, লক্ষ্মীপুর, কিশোরগঞ্জ ও চাঁদপুর। সেবার আওতায় রয়েছে মাছ/চিংড়ি চাষে পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, মাছের রোগ সম্পর্কীয় তথ্যপ্রদান ও প্রতিকার, মাছের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ, প্রযুক্তিভিত্তিক মাছ চাষ, উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ক লিফলেট, বুকলেট বিতরণ ইত্যাদি।

বিএফআরআই-এ দেশের প্রথম দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক উদ্বোধন

দেশে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএফআরআই) দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ দেশের প্রথম দেশীয় মাছের এ লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। জীন ব্যাংক উদ্বোধনকালে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছের মধ্যে ১৪৩টি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ; এরমধ্যে ৬৪টি মাছ বিলুপ্তপ্রায়। এসব বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণের জন্য বিএফআরআই হতে গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ২৪ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় ও দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে গত ১২ বছরে চাষাবাদে দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। তিনি আরও বলেন, ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে সাম্প্রতিককালে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ছোট মাছ সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।

বিএফআরআই-এ দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। অন্যান্যদের মাঝে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ, যুগ্মসচিব জনাব মো. লিয়াকত আলী প্রমুখ। এছাড়াও মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর বিএফআরআই পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) সদর দপ্তর ও স্বাদুপানি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মাননীয় মন্ত্রী বিএফআরআই ক্যাম্পাসে অবস্থিত দেশের প্রথম দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক উদ্বোধন করেন। পরে তিনি মাছের জাত উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ, বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ কুচিয়া ও মুক্তা চাষ, মহাশোল ও পাঙ্গাস মাছের প্রজনন ও চাষ ইত্যাদি চলমান গবেষণা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মাননীয় মন্ত্রী বিএফআরআই উদ্ভাবিত কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়া এবং সাদা পাঙ্গাসের উন্নত জাতের জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও মাননীয় মন্ত্রী বিএফআরআই ক্যাম্পাসে বন্যাত্তোর পুর্নবাসন কার্যক্রমের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্য চাষীদের মাঝে পোনা বিতরণ করেন। এর আগে তিনি ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় ইনস্টিটিউটের সার্বিক গবেষণা অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. এহসানুল করিম। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। এছাড়াও অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ ও ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ অন্যান্যদের মাঝে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিলুপ্তপ্রায় মহাশোল মাছ সংরক্ষণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প পরিদর্শন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

ড. শেখ মো. বখতিয়ার বিএআরসি'র নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান

কৃষিবিদ ড. শেখ মো. বখতিয়ার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ যোগদান করেছেন। এর আগে তিনি একই প্রতিষ্ঠানে সদস্য- পরিচালক (পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন) ও সার্ক কৃষি সেন্টার (এসএসি) এর পরিচালক এর দায়িত্ব পালন করেন। ড. বখতিয়ার ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি এজি (সম্মান) এবং ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে এমএস ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি জাপানের ইউনাইটেড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব এগ্রিকালচারাল সায়েন্স থেকে ২০০৬ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ড. বখতিয়ার ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। ড. বখতিয়ার এর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৮টি। তিনি গবেষণা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজে জাপান, থাইল্যান্ড, চীন, মিশর, ফিলিপাইন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ড. শেখ মো. বখতিয়ার ১৯৬৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ফকির পাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ড. বখতিয়ারের স্ত্রী ওয়াহিদা আক্তার ১৩তম বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভূক্ত অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক।

বিএফআরআই এর সাম্প্রতিক প্রকাশনা

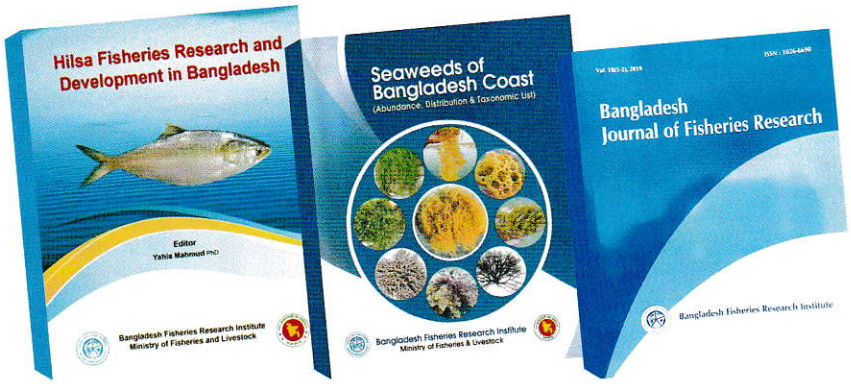

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে সম্প্রতি Hilsa Fisheries Research and Development in Bangladesh এবং Seaweeds of Bangladesh Coast শীর্ষক ২টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও Bangladesh Journal of Fisheries Research শীর্ষক জার্ণাল সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে। ড. ইয়াহিয়া মাহমুদের সম্পাদনায় Hilsa Fisheries Research and Development in Bangladesh বইটিতে ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের গবেষণালব্ধ ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে যা বাংলাদেশের ইলিশসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় অনন্য অবদান রাখবে। এছাড়াও উপকূলীয় অঞ্চলে সী-উইডের প্রাপ্যতা ও বিস্তৃতির উপর Seaweeds of Bangladesh Coast শীর্ষক বইটি নীতি নির্ধারক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজে লাগবে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা...

১ম পৃষ্ঠার পর

পেরিয়ে কেউ কেউ আবির্ভূত হন জাতির বাতিঘর হয়ে। আপামর জনসাধারণের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন হৃদয়ে ধারণ করে মুক্তির প্রয়াসে অগ্রণী সৈনিক হিসেবে কেউ কেউ পরিচয় করিয়ে দেন নতুন দিনের, দেন নতুন সময়ের সন্ধান। বঙ্গবন্ধু তাঁর সাহস, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অসাধারণ বাগ্মিতার অভূতপূর্ব সমন্বয়ে আপামর বাংলার নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। জেল, জুলুম, অত্যাচার তাঁকে আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে জেলখানাই ছিল তাঁর আবাসস্থল। নিজ কর্মগুণে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ থেকে অসাধারণ উচ্চতার এক বিশ্বনেতা। ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি নিজেকে পরিচয় করিয়েছেন গণমানুষের নেতা হিসেবে। তাঁর ৭ মার্চের ভাষণ আজ ইউনেস্কোর মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত। বাঙালি জাতিসত্তার হাজার বছরের ইতিহাসকে ধারণ করে নিজেই রূপান্তরিত হয়েছেন লাখো জনতার কণ্ঠস্বরে। নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধু প্রতিমুহূর্তে আবির্ভূত হচ্ছেন প্রত্যাশা ও অনুপ্রেরণার বাতিঘর হিসেবে। একইভাবে স্বপ্ন ও সংগ্রামের অপরিমেয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের যে অভিযাত্রা, সেখানে বঙ্গবন্ধু সাহস ও আলোকবর্তিকার এক কিংবদন্তী উদাহরণ।

অতীত ইতিহাস ও যাবতীয় কর্মকান্ডের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ, বিশেষ পর্যবেক্ষণ, সমীক্ষা, মূল্যায়ন, পরবর্তী ভিশন অর্জনের কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকারের সময় আজ। দুঃসাধ্যকে প্রত্যাশায় রূপান্তরিত করতে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে পূরণ হচ্ছে বাঙ্গালির মনের লালিত স্বপ্ন। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আসীন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরন দৃশ্যমান পদ্মা সেতু। বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে গেছে ৯৫ শতাংশ মানুষের ঘরে। উন্নত স্যানিটেশনের সুবিধার আওতায় এসেছে ৯৭ শতাংশ মানুষ। ২০২০ সালে মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০ দশমিক ৫ শতাংশে নেমে এসেছে। কৃষি, শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা সমুন্নত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুজ্জ্বল রাখতে দেশ থেকে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক ও জঙ্গিবাদ সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে বাঙালি জাতিকে আরও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। এজন্য বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী শুধু নিছক জন্মদিনই নয়, বাঙালির মুক্তিদাতার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানানোর এক বিরল সুযোগ। এই জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মুক্তিকামী মানুষ বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাবে সমান্তরালে। আনন্দমুখর এ উদ্‌যাপন ভবিষ্যত প্রজন্মকে দেশসেবায় উদ্বুদ্ধ হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে নিরন্তর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবনার আলোকে হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা, ইনস্টিটিউটের ০৫টি কেন্দ্র ও ০৫টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে খামারী, উদ্যোক্তা এবং হ্যাচারিতে ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে পুকুরে মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা, মৎস্য খাদ্যের পুষ্টিমান যাচাই, মাছের রোগ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিষয়ক সেবা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন: আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা সভা এবং জাতির পিতার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিএফআরআই এর একুশে পদক ২০২০ অর্জন...

১ম পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা বিএফআরআই ও অপর ২০ জনকে 'একুশে পদক-২০২০' প্রদান করেন। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে পুরস্কার হিসেবে বিএফআরআইকে একটি সোনার মেডেল, ৩ লক্ষ টাকার চেক এবং সম্মাননা পত্র প্রদান করা হয়।

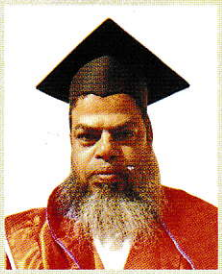

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সৈয়দ লুৎফর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা (মৎস্য) বিভাগ হতে ২০১৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'গুলশান ও ধানমন্ডি লেকের ভৌত-রাসায়নিক ও জীববৈচিত্রের বর্তমান অবস্থা এবং তুলনামূলক বিবরণ'। ড. রহমান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯৮৪ সালে বিএসসি ফিশারিজ (অনার্স) ও ১৯৮৬ সালে এমএসসি (ফিশারিজ) ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০০০ সালে এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, থাইল্যান্ড হতে এমএস (একোয়াকালচার) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ইনস্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন।

বিএফআরআই-এ জাতীয় শোক দিবস ২০২০ পালিত

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০২০ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখার মাধ্যমে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তির দিশারি। বঙ্গবন্ধু সকল মানুষকে সমান চোখে দেখতেন এবং সেভাবেই রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতেন। সকল ধর্মের মানুষ ছিল বঙ্গবন্ধুর কাছে নিরাপদ। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বর্তমানে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়ন করছেন বলে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন। শোক দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. ইনামুল হক। অনুষ্ঠানে জাতির পিতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন ও আত্মত্যাগের উপর অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. মো. খলিলুর রহমান; ড. এএইচএম কোহিনুর, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; ড. মো. জুলফিকার আলী, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা; জনাব সেখ রাসেল, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব), জনাব মো. আসাদুর রহমান, উপপরিচালক প্রমুখ। পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিদেহী আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করে মিলাদ ও দোয়া করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

পিরোজপুরে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে গত ২৫ জুলাই ২০২০ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ব্যবস্থাপনায় পিরোজপুরের কঁচা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। এ উপলক্ষে স্থানীয় মাদ্‌রাসা মাঠে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা প্রশাসক জনাব আবু আলী মো. সাজ্জাদ হোসেন ও পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এম এ হাকিম হাওলাদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার সফলভাবে জাটকা সংরক্ষণ করায় গত বছর ৩৬ হাজার কোটি জাটকা ইলিশের সাথে নতুন করে যুক্ত হয়েছে এবং গত ১২ বছরে দেশে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৮০%। বর্তমান সরকারের মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জাটকা ও মা ইলিশ সুরক্ষা পাওয়ার কারণে এখন বিশ্বের উৎপাদিত মোট ইলিশের ৮০% বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। এটি জাতির জন্য গৌরবের। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে হারিয়ে যাওয়া দেশী প্রজাতির মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ২৪ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে মানুষের আমিষ চাহিদা পূরণের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে দেশ আজ অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করেছে। মাছ এরমধ্যে অন্যতম। মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। সভাপতির বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, ইলিশ মাছের উৎপাদন এবার অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব কাজী শাহ নেওয়াজ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এম এ হাকিম হাওলাদার এবং প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনিরুজ্জামান নাসিম প্রমুখ।

কঁচা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

বিএফআরআই এর মহাপরিচালক বাকৃবির সিন্ডিকেট সদস্য মনোনীত

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এর সিন্ডিকেট সদস্য মনোনীত হয়েছেন। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ এর ১৬ (৫) এর প্রথম সংবিধির ২ (২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এ মনোনয়ন প্রদান করেন। উল্লেখ্য, ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েরও সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি কর্তৃক চট্টগ্রামের হালদা নদীকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আনুষ্ঠানিকভাবে হালদাকে হেরিটেজ ঘোষণার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, হালদা নদী বাংলাদেশের রুই জাতীয় মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবাউশ) একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। এখান থেকে রুই জাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করা হয়। এসব ডিম পরবর্তীতে স্থানীয় হ্যাচারি ও চাষাবাদে ব্যবহার করা হয়। হালদাকে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণার মাধ্যমে এর প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ ও দখল-দূষণ রোধ করার গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়ন আরো ফলপ্রসু ও ত্বরান্বিত হবে- যা দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে আরো ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী...

১ম পৃষ্ঠার পর

সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর আইন বিষয়ক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকে তিনি খুলনার দৌলতপুর কলেজের ভিপি এবং খুলনা মহানগর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি পিরোজপুর জেলা আওয়ামী লীগের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পাশাপাশি জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি ঢাকাস্থ পিরোজপুর জেলা সমিতি ও ঢাকাস্থ পিরোজপুর জেলা আওয়ামী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার আইনজীবী লীগ, সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টারস এসোসিয়েশন, আইনজীবী সাংস্কৃতিক সংসদ এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মানবাধিকার ও আইনী সেবামূলক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ রাসেল স্মৃতি পদক, বঙ্গবন্ধু লেখক পরিষদ পদক, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক, ইউনেস্কো ক্লাব পদক, আইন ও মানবাধিকারের জন্য লালনপত্র পদক-২০১১, শের-ই-বাংলা জাতীয় স্মৃতি পদক এবং মানবাধিকার পদকসহ অনেক পদক লাভ করেন। সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর লেখা অনেক নিবন্ধ ও রাজনৈতিক কলাম প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে 'মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব', 'ইতিহাসের দায়মুক্তি (মানবতাবিরোধী শীর্ষ অপরাধীদের ফাঁসির রায় সংকলন)' ও 'রক্ত পলাশ' তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। দৈনিক আজকের দর্পণ পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক।

শিক্ষা জীবনে তিনি বরইবুনিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে ১৯৭৭ সালে এসএসসি, ১৯৭৯ সালে এইচএসসি, ১৯৮১ সালে খুলনার দৌলতপুর হতে ডিগ্রি এবং ১৯৮৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এলএলবি ও এমএসএস ডিগ্রি অর্জন করেন। জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মো. আব্দুল খালেক শেখ ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা। জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি জাতীয় ও সামাজিক বিষয়ে নিয়মিত আলোচক হিসাবে টেলিভিশনে টকশো, বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। পারিবারিক জীবনে তিনি পুত্র শেখ তানভীর করিম রাসেল ও কন্যা শেখ সাদিয়া করিম স্নিগ্ধার গর্বিত জনক। তাঁরা উভয়েই যুক্তরাজ্য থেকে বার এট ল' করেছেন। মাননীয় মন্ত্রীর সহধর্মিনী পারভীন রেজা একজন কবি ও লেখক। তাঁর প্রকাশিত কাব্য, উপন্যাস ও রাজনীতিধর্মী গ্রন্থের সংখ্যা ১০টি।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ উদযাপিত...

১ম পৃষ্ঠার পর

পোনা অবমুক্তি অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সচিব জনাব রওনক মাহমুদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জনাব ইহসানুল করিম অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৎস্যচাষের প্রচলিত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার আহ্বান জানান। তিনি মৎস্য খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় সংশিষ্ট সকলের প্রশংসা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাছ চাষের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে ১৯৭৩ সালে গণভবন লেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। জাতির পিতা পাট, চামড়া, চা-এর সাথে মাছকেও বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, মৎস্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে একদিকে যেমন নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অপরদিকে সমৃদ্ধ হয়েছে জাতীয় অর্থনীতি। আওয়ামী লীগ সরকার এ খাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির নানাবিধ কার্যকর ও ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ করছে। ফলে গত ১১ বছরে মাছের উৎপাদন বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি। এ সময় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরকারের গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে ছিল মৎস্য চাষী ও উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রযুক্তিভিত্তিক লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ, ভ্রাম্যমাণ মৎস্য ক্লিনিকের মাধ্যমে মৎস্য চাষীদের দোরগোড়ায় প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান, বিলুপ্তপ্রায় ও উন্নত জাতের মাছের পোনা বিতরণ ইত্যাদি। মৎস্য সপ্তাহের শেষ দিন গত ২৭ জুলাই মৎস্য সপ্তাহ ২০২০ এর সমাপনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ করোনাকালীন মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনে সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সকলকে আরো আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহবান জানান।

২২ দিন ইলিশ আহরণ ও ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ

মা ইলিশ সুরক্ষায় ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম ১৪ অক্টোবর থেকে ০৪ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত দেশব্যাপি মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান পালিত হচ্ছে। এসময় সারাদেশে ইলিশের আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় নিষিদ্ধ করেছে সরকার। গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২০ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। গবেষণার তথ্যমতে, একটি প্রজননক্ষম পরিপক্ক ইলিশ অনুকূল পরিবেশে প্রায় ৩ থেকে ২১ লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ইলিশ ডিম পাড়ে মূলত মিঠা পানিতে। ডিম ছাড়ার সময় মা ইলিশ ধরা পড়লে ইলিশের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

গবেষণা সাফল্য

শিং মাছের নিবিড় চাষ

বাংলাদেশে শিং অত্যন্ত জনপ্রিয় মাছ। এই মাছে ফ্যাট/তেল এর পরিমাণ কম এবং প্রচুর পরিমাণে উচ্চমানের সহজপাচ্য আমিষ থাকায় সবার কাছে বিশেষ করে অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে এ মাছের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। রুই জাতীয় মাছের চেয়ে এ মাছের বাজারমূল্য অনেক বেশি। সাধারণত মৎস্য চাষীরা আধানিবিড় পদ্ধতিতে শিং মাছ চাষ করে করে থাকে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সহজেই পুকুরে শিং মাছের নিবিড় চাষ করা সম্ভব। শিং মাছের নিবিড় চাষ অধিক লাভজনক। সাম্প্রতিক সময়ে ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক চাষী বিএফআরআই এর কারিগরি সহযোগিতায় শিং মাছের নিবিড় চাষ করে আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হয়েছেন।

শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য সাধারণত ২০-৫০ শতাংশ আয়তনের আধা-ছায়াযুক্ত গভীর পুকুর নির্বাচন করতে হয়। সম্পূর্ণরূপে পুকুর শুকিয়ে তলা থেকে ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করার লক্ষ্যে প্রতি শতাংশে ৫০ গ্রাম বিচিং পাউডার ভালোভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। অতঃপর পুকুর বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ১.৫ মিটার পর্যন্ত পূর্ণ করে পোনা মজুদ করতে হয়। পুকুর পানি দিয়ে পূর্ণ করার পর প্রতি শতাংশে ৫০০ গ্রাম হারে চুন প্রয়োগ করা হয়। শিং মাছের নিবিড় চাষ ব্যবস্থাপনায় প্রতি শতাংশে ৪-৫ গ্রাম ওজনের ৩৫০০-৪০০০টি সুস্থ-সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন স্ত্রী পোনা প্রস্তুতকৃত পুকুরে মজুদ করা হয়। সাধারণত সকালে বা সন্ধ্যায় অর্থাৎ যখন তাপমাত্রা কম থাকে তখন পোনা মজুদ করাই উত্তম। পোনা মজুদের পরের দিন থেকে প্রাণিজ প্রোটিনসমৃদ্ধ (৩২-৩৫%) সম্পূরক খাদ্য মাছের দেহ ওজনের শতকরা ১২-৩% হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সম্পূরক খাদ্য দুই ভাগ করে সন্ধ্যায় ও সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করা হয়। শিং মাছ চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য নিয়মিতভাবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করা আবশ্যক। পোনা মজুদের এক মাস পর হতে প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম চুন ও পরবর্তী ১৫ দিন পর ৪০০ গ্রাম লবন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে ৪-৫ দিন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা বিশেষ জরুরী। ক্ষতিকর প্রাণির প্রবেশরোধে পুকুরের চারপাশে ফিল্টার জাল দিয়ে বেষ্টনী দেয়া যেতে পারে। শিং মাছের খামারে রোগাক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে পুকুরের জৈব নিরাপত্তা ও রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। সাধারণত পোনা মজুদের ৬ থেকে ৭ মাস পর মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। এ সময়ে মাছের গড় ওজন ৫৫-৬৫ গ্রাম ওজনের হয়ে থাকে। পুকুর শুকিয়ে শিং মাছ আহরণের ব্যবস্থা নিতে হয়। নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ একটি পুকুর হতে ৭ মাসে ৮-৯ টন শিং মাছ উৎপাদন করে ১৬-১৭ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

নিবিড় চাষে আহরণকৃত শিং মাছ

(রচনা: ড. এএইচএম কোহিনুর, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট) স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহ

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ কুচিয়ার চাষ ও সম্ভাবনা

চিংড়ি ও কাঁকড়ার পরই রপ্তানি বাণিজ্যে কুচিয়া মাছের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে কুচিয়া মাছের রপ্তানি শুরু হয়। কুচিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন এবং চাষ পদ্ধতি পার্বত্য অঞ্চলে সম্প্রসারণের মাধ্যমে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটানোর পাশাপাশি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। দেশে সম্ভাবনাময় কুচিয়ার চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই মাছ খেলে শারীরিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, রক্তক্ষরণ এবং ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগসমূহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। খাওয়ার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম কুচিয়া মাছে প্রায় ১৮.৭ গ্রাম প্রোটিন, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ২.৪ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১৪০০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন রয়েছে। কুচিয়া মাছ বাংলাদেশের সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা কম থাকলেও আন্তর্জাতিক বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০% আদিবাসী। পার্বত্য এই তিন জেলায় ১৩টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস যাদের অধিকাংশই কুচিয়া খেতে অভ্যস্ত। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যগণ কুচিয়া শিকার করে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় অনেক ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া, পাহাড়ের পাদদেশ ও গিরিখাতসহ জলাশয় রয়েছে। এ সমস্ত ভূমিতে ছোট ছোট পুকুর বা ডোবা তৈরি করে বিজ্ঞানভিত্তিক চাষ কৌশলের মাধ্যমে কুচিয়ার চাষ করা সম্ভব। কুচিয়া আদিবাসী সমাজের খাদ্য নিরাপত্তায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলে কুচিয়ার চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাঙ্গামাটিস্থ নদী উপকেন্দ্র হতে জেলার রাঙ্গামাটি সদর ও কাপ্তাই উপজেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় মাঠ গবেষণা চলমান রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে কম খরচে কুচিয়ার চাষের জন্য ক্ষুদ্রাকৃতির পুকুর (আয়তন ৩০ ফুট X ১৫ ফুট X ৩.৫ ফুট হতে ৪৫ ফুট X ৩০ ফুট X ৩.৫ ফুট) প্রস্তুত করতে হয়। পুকুরের বাইরের চারদিকে বাঁশের শক্ত খুঁটি পুঁতে বাঁশের ফালি দিয়ে মজবুত করে ২.৫ ফুট উঁচু প্রাচীর দিতে হয়। পুকুরের একপাশের প্রাচীর থেকে অপর পাশ পর্যন্ত প্রথমে মাটিতে পলিথিন বিছিয়ে দিতে হবে। এর উপর নটলেস নাইলন নেট দিতে হবে। তার উপর ২.০ ইঞ্চি মাটি দিয়ে ত্রিপল দিতে হবে যেন কুচিয়া মাছ পালিয়ে যেতে না পারে। ত্রিপলের উপর ০৮-১২ ইঞ্চি পুরুত্বের ৮০% এঁটেল ও ২০% দোঁআশ মাটি একত্রে মিশিয়ে তলদেশে বিছিয়ে দেওয়ার ২-৩ দিন পর শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি পাথুরে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন দেওয়ার ০৩-০৪ দিন পর ১.৫-০২ ফুট পানি দিতে হবে। পানি দেয়ার ০৩ দিন পর পানির পিএইচ-এর উপর ভিত্তি করে ০৮-১২ পিপিএম হারে ডলোচুন প্রয়োগ করা হয়। ডলোচুন প্রয়োগের ০৩-০৫ দিন পর ০২ পিপিএম মাত্রায় ইউরিয়া, ২.৫ পিপিএম মাত্রায় টিএসপি এবং ০৮-১২ পিপিএম মাত্রায় ফারমেনটেড চিটাগুড় প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর প্রতি বর্গমিটারে ৫০ গ্রাম ওজনের সুস্থ-সবল ১০টি কুচিয়ার পোনা মজুদ করতে হবে। কুচিয়ার সম্পূরক খাদ্য হিসেবে কুচিয়ার দৈহিক ওজনের ৩-৫% হারে মাছ ভর্তা, ফিসমিল ও আটা মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। খাবার অপচয় রোধে ফিডিং ট্রেতে খাবার সরবরাহ করা উত্তম এবং ১-২ ঘন্টা পরে ট্রেটি পুকুর থেকে তুলে ফেলতে হয়। জীবন্ত খাবার হিসেবে কার্প মাছের রেণু বা ধানি পোনা ১০ দিন পর পর মজুদ করতে হবে। ভালো ফলন পাবার জন্য পুকুরে কেঁচো মজুদ করা যেতে পারে। মজুদের ০৬ মাস পর আহরণের সময় রাঙ্গামাটি জেলা সদর, কাপ্তাই ও খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় কুচিয়া মাছের ওজন ছিল যথাক্রমে ১৩২-১৬১, ১৪১-২০৫ ও ১৪৯-২২৮ গ্রাম। উলেখ্য, কুচিয়ার চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট থেকে ২০১৭-১৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ময়মনসিংহ সদর এবং হালুয়াঘাট উপজেলা, শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় কুচিয়া মাছের মাঠ গবেষণা পরিচালনা করা হয়। মজুদের ০৫ (পাঁচ) মাস পর আহরণের সময় ময়মনসিংহ সদর, হালুয়াঘাট, ঝিনাইগাতী ও নাসিরনগর উপজেলায় কুচিয়া মাছের ওজন ছিল যথাক্রমে ১৬৫-১৭৬, ১৫৭-১৭১, ১৬১-১৭০ ও ১৫৯-১৭৪ গ্রাম, যা বিক্রয়ের উপযোগী।

পাহাড়ী অঞ্চলে কুচিয়া চাষের পুকুর প্রস্তুতি ও পোনা মজুদ

(রচনায়: মো. আজাহার আলী, বি. এম. শাহিনুর রহমান এবং পারভেজ চৌধুরী: উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএফআরআই)

বিএফআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাতের মাছের জার্মপ্লাজম হস্তান্তর

গত ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ বিএফআরআই উদ্ভাবিত কৈ, মনোসেক্স তেলাপিয়া এবং সাদা পাঙ্গাস মাছের উন্নতজাতের জার্মপ্লাজম মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ এর নিকট জার্মপ্লাজম হস্তান্তর করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ। উদ্ভাবিত উন্নত জাতের কৈ মাছ মূল জাতের চেয়ে ১৬ শতাংশ, তেলাপিয়া ৬২ শতাংশ এবং পাঙ্গাস ১৪ শতাংশ অধিক উৎপাদনশীল। উন্নত এই তিন জাতের মাছ চাষাবাদ করা হলে দেশে দুই লাখ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো মৎস্য খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল করা। দেশের মানুষের পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রত্যেক বেকারকে উদ্যোক্তা হওয়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি দেয়া। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য কোনো পুকুর পতিত রাখা যাবে না। এ সময় তিনি উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় সবাইকে শরিক হওয়ার পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব রওনক মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) হতে গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ২৪ প্রজাতির বিলুপ্তপ্রায় ও দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত এসব প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় ছোট মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশীয় মাছ সুরক্ষায় মৎস্যবান্ধব বিভিন্ন নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ সালে পুকুরে দেশীয় ছোট মাছের মোট উৎপাদন ৬৭,৩৪০ মে. টন থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ২.৪১ লক্ষ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে বিএফআরআই মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ বলেন, দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ইতোপূর্বে শুধুমাত্র ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র থেকে বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করা হলেও বর্তমানে বগুড়ার সান্তাহার, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও যশোর উপকেন্দ্রে বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে- যা বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য সংরক্ষণ ও উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত সচিব জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. তৌফিকুল আরিফ, যুগ্মসচিব জনাব মো. লিয়াকত আলী, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কাজী শামস আফরোজ।

মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট বিএফআরআই উদ্ভাবিত মাছের জার্মপ্লাজম হস্তান্তর অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব জনাব রওনক মাহমুদ

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের ৮ম ব্যাচের পেশাদার কর্মকর্তা জনাব রওনক মাহমুদ গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেছেন। মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পূর্বে তিনি কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ, জনবল কাঠামো তৈরিসহ টেকসই কারিগরি শিক্ষাকে আধুনিকায়ন এবং কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি বাস্তবায়ন ও যুগোপযোগীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, মানোন্নয়ন ও যুগোপযোগীকরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। জনাব রওনক মাহমুদ চাকুরী জীবনের ১৮ বছরের অধিক সময় মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থেকে সরকারের বিভিন্ন নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচি ও ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া তিনি রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন পদে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের দায়িত্ব পালনকালে তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। জনাব রওনক মাহমুদ ১৯৬২ সালের ২৬ অক্টোবর পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি (কৃষি) সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি দুই পুত্র সন্তানের গর্বিত জনক।

ফিশারিজ নিউজলেটার দেশ-বিদেশের সকল পর্যায়ের মৎস্য গবেষণা, উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য, উপাত্ত ও সমীক্ষা প্রচার করে থাকে। তথ্য প্রেরণের জন্য রচয়িতাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সম্পাদক যে কোন প্রবন্ধ, সংবাদ ও তথ্য নির্বাচন এবং সংক্ষিপ্ত করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। নিউজলেটারটি বছরের জানুয়ারি, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক : ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

সম্পাদকীয় পর্ষদ : ড. মো. খলিলুর রহমান
ড. সৈয়দ লুৎফর রহমান
ড. মো. ইনামুল হক
ড. এএইচএম কোহিনুর
ড. মো. আনিছুর রহমান
ড. মো. জুলফিকার আলী

প্রকাশনা : এস. এম. শরীফুল ইসলাম

প্রচার : জান্নাতুল ফেরদৌস ঝুমা

প্রকাশনায় : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ-২২০১

মুদ্রণে : চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ময়মনসিংহ